গুসকরা মহাবিদ্যালয়

(NAAC Re-accredited 'A' Grade Degree College)
(Affiliated to the University of Burdwan)

স্থাপিতঃ ৯ই আগস্ট, ১৯৬৫

পোঃ গুসকরা, জেলা –পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ

Website: www.guskaramahavidyalaya.org

www.gushkaramahavidyalaya.ac.in

Online Admission Website: www.gushkaramahavidyalaya.in

E-mail: guskaramahavidyalaya@gmail.com

Phone: (03452) 255 105

Vision of the College

The Vision of Gushkara Mahavidyalaya is to emerge as one of the leading academic Institutions in the region where knowledge and skill complement each other and competence leads to confidence among the prime beneficiaries, that is, the students.

"তাহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যাহা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না,
বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের জীবনকে গড়ে তোলে।"

\- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সেমিস্টারে ভর্তির তথ্য ও সাধারণ নিয়মাবলী – ২০২১

মহাবিদ্যালয় পরিচিতি

বর্ধমান জেলার গুসকরা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অগণিত শিক্ষাদরদী ব্যক্তির বদান্যতায় **১৯৬৫** খ্রীষ্টাব্দের **৯ই** আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় গুসকরা মহাবিদ্যালয়। অত্যন্ত সাফল্য ও গৌরবের সাথে এই মহাবিদ্যালয় অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেছে। গুসকরা নিউটাউন এলাকার কুনুর নদীর তীরে নির্জন ও শান্ত পরিবেশে মহাবিদ্যালয় ভবনটি অবস্থিত। সম্মুখস্থ সুবিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ও পুষ্পোদ্যান মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনকে করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম। গুসকরা রেলস্টেশন থেকে মহাবিদ্যালয়ের দূরত্ব মাত্র দেড় কি.মি.। বর্ধমান – গুসকরা, দুর্গাপুর – গুসকরা, ভেদিয়া – গুসকরা বা কাশেমনগর – গুসকরা বাসে সহজেই মহাবিদ্যালয়ে আসা যায়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এই মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এবং স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা শাখায় পঠন-পাঠন হয়। স্নাতক সাম্মানিক (অনার্স) স্তরে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পুষ্টিবিদ্যা ও হিসাবশাস্ত্র পড়ানো হয়। সাধারণ (জেনারেল) স্তরে এইসকল বিষয়গুলি ছাড়াও শারীরশিক্ষা ও সঙ্গীত বিষয়ে পাঠদান করা হয়। এই মহাবিদ্যালয়ে যোগ-এর সার্টিফিকেট কোর্স এবং নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টার আছে। উল্লেখ্য, গুসকরা মহাবিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ ন্যাক মূল্যায়িত একমাত্র ‘এ’ গ্রেড ডিগ্রী কলেজ।

পাঠ্য বিষয়সমূহ

গুসকরা মহাবিদ্যালয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পাঠদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, Choice Based Credit System (CBCS) with Six Semester-এর ভিত্তিতে উপরোক্ত পাঠদান করা হয়।

বি.এ. সাম্মানিক (অনার্স) ত্রিবার্ষিক : দিবাবিভাগ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ে সাম্মানিক (অনার্স) কোর্স নেওয়া যাবে।

অনার্স	যে কোন একটি জেনেরিক বিষয় নিতে হবে
বাংলা	ইংরাজী, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত, অর্থনীতি
ইংরাজী	বাংলা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত, অর্থনীতি
ইতিহাস	বাংলা, ইংরাজী, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, সঙ্গীত
দর্শন	বাংলা, ইংরাজী, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	বাংলা, দর্শন, অর্থনীতি, ইংরাজী, ইতিহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত
সংস্কৃত	বাংলা, ইংরাজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সঙ্গীত, অর্থনীতি
ভূগোল	বাংলা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরাজী, ইতিহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত
অর্থনীতি	গণিত

বি.এ. জেনারেল ত্রিবার্ষিক : দিবাবিভাগ

প্রতিটি বিভাগ থেকে একটি করে বিষয় কোর কোর্স হিসাবে নিতে হবে।

ক - বিভাগ	খ - বিভাগ
বাংলা, ইংরাজী, দর্শন, ভূগোল, সঙ্গীত	ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, শারীরশিক্ষা, সংস্কৃত

বি.এস.সি. সাম্মানিক (অনার্স) ত্রিবার্ষিক : দিবাবিভাগ

নিম্নলিখিত অনার্সের অনুরূপ জেনেরিক কোর্স

অনার্স	জেনেরিক কোর্স
পদার্থবিদ্যা	গণিত
রসায়নবিদ্যা	গণিত
গণিত	রসায়ন
উদ্ভিদবিদ্যা	রসায়ন
প্রাণীবিদ্যা	রসায়ন
পুষ্টিবিদ্যা	রসায়ন

বি.এস.সি. জেনারেল ত্রিবার্ষিক : দিবাবিভাগ

যে কোন একটি বিভাগ নির্বাচন করতে হবে।

বিভাগ	কোর কোর্স
ক	পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত
খ	রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা

বি.কম. সাম্মানিক ত্রিবার্ষিক : দিবাবিভাগ

1ST Semester

Honours	Core Course	Generic Elective	AECC
Accountancy	(1) Financial Accounting (2) Business Management	Business Mathematics	ENVS

বি.কম. জেনারেল ত্রিবার্ষিক : দিবাবিভাগ

1st Semester

Core Course	Language	AECC
(1) Financial Accounting (2) Business Management	English	ENVS

বি.এ. জেনারেল ত্রিবার্ষিক : প্রাতঃবিভাগ

নিম্নোক্ত দুটি বিভাগ থেকে একটি করে কোর কোর্স হিসাবে নিতে হবে	
বিভাগ – ক	বিভাগ – খ
বাংলা, দর্শন, ইংরাজী	ইতিহাস, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিঃ দ্রঃ বিএ, বিএসসি, বিকম অনার্স ও জেনারেলের ক্ষেত্রে প্রথম সেমিস্টারে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একটি ভাষা ও পরিবেশবিদ্যা অবশ্যই পড়তে হবে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশানুক্রমে পরিবর্তন সাপেক্ষ।

মেরিট পয়েন্ট গণনা

(ক) অনার্সের মেরিট লিস্টে ক্রম নির্ধারণের জন্য মেরিট পয়েন্ট **E + H** যোগ করে বের করা হবে, যেখানে,

E= মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বরের (Additional Subject বাদে) 40% + উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ের (অন্ততঃ একটি ভাষা বিষয় সহ) শতকরা নম্বরের 60%.

উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় যদি চারটি বিষয় থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে Language Subject টিকে দ্বিতীয়বার গ্রাহ্য করে মোট পাঁচটি বিষয়ের শতকরা বের করতে হবে। উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে পরিবেশবিদ্যা গ্রাহ্য হবে না।

H = সাম্মানিক বিষয়ে আবেদনকৃত বিষয়ের মোট প্রাপ্ত নম্বর। যদি আবেদনকৃত বিষয় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় না থাকে সেক্ষেত্রে Language বিষয়ের সর্বোচ্চ প্রাপ্ত শতকরা নম্বর বিবেচ্য হবে।

(খ) জেনারেল কোর্সের (Day Section ও Morning Shift উভয়রেই) মেরিট লিস্টে ক্রম নির্ধারণ -

দিবা ও প্রাতঃ বিভাগের জেনারেল কোর্সের মেধাতালিকা তৈরীতে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের মোট শতাংশের ৪০ শতাংশ ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের মোট শতাংশের ৬০ শতাংশ নম্বর বিবেচিত হবে।

(গ) টাই ব্রেকিং – মেরিট তালিকায় টাই হলে অনার্স বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার নম্বর প্রথম স্তরে বিবেচিত হবে। এই স্তরে টাই হলে তখন উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ বিবেচিত হবে। এই স্তরেও টাই হলে তবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ বিবেচিত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মাবলী

- ২০২১, ২০২০, ২০১৯ ও ২০১৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকস্তরে প্রথম সেমিস্টারে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবে।
- সংরক্ষিত আসনের জন্য সরকার নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত তপশীলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি-এ, ওবিসি-বি, প্রতিবন্ধী, শংসাপত্র থাকতে হবে।
- অনলাইনে ভর্তি হওয়া ও ভর্তি ফি অনলাইনে জমা দেওয়ার পর মহাবিদ্যালয়ে অনলাইন আবেদনপত্রের এক কপি ভেরিফিকেশনের সময় জমা দিতে হবে ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের মূল কপি দেখাতে হবে এবং ঐ নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত ফোটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। ভেরিফিকেশনের সময় নিম্নোক্ত স্বপ্রত্যয়িত ফোটোকপি জমা দিতে হবে – আবেদনপত্র, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট ও মার্কশীট, স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, তপশীলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি-এ, ওবিসি-বি, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট।
- প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হওয়ার পর মহাবিদ্যালয়ের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত অনলাইন রেজিস্ট্রেশন-কাম-এনরোলমেন্ট ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

বেতন প্রদান পদ্ধতি

- ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মাসের জন্য নির্ধারিত বেতন সেই মাসেই জমা দিতে হবে। বেতন ও অন্যান্য ফিজ্ যে কোন কাজের দিন জমা দেওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পরপর তিন বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কোর্স বাধ্যতামূলকভাবে শেষ করতে হবে।

আবশ্যিক উপস্থিতি

- ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির মূল্যায়ন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যাল্যের CBCS পদ্ধতি অনুসারে হবে। (সেমিস্টার ভিত্তিক রূপরেখা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ দেখতে হবে)

বুক ব্যাঙ্ক

- মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার সুবিধার জন্য মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের 'বুক ব্যাঙ্ক'-এর সদস্য হতে পারবে। এছাড়া সাম্মানিক ছাত্রছাত্রীদের একটি বই একদিন রেখে পরদিন ফেরৎ (overnight issue) দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। টেস্ট পরীক্ষার

পূর্বে অথবা মহাবিদ্যালয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিলে গৃহীত বই অবশ্যই গ্রন্থাগারে জমা দিতে হবে, অন্যথায় মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

- ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য মহাবিদ্যালয়ে একটি সুসমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। ছাত্রছাত্রীদের এই গ্রন্থাগারের সদস্য হওয়া আবশ্যিক। গৃহীত বই ১৪ দিনের বেশী রাখা যায় না। ২৮ দিন অতিক্রান্ত হলে জরিমানা দিতে হবে। ফর্ম ফিলাপের পূর্বে গৃহীত বই অবশ্যই জমা দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের রিডিং রুমে বসে পড়ার সুব্যবস্থা আছে। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের বিপুল সম্ভার ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি পড়ার সুযোগ আছে। ল্যাবরেটরি ভিত্তিক সাম্মানিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের অতিরিক্ত সুযোগ পাবে।

বিনাবেতন ও অর্ধবেতন

- মেধাবী, দরিদ্র ও নিয়মিত উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বিনাবেতন ও অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ আছে। এই ব্যাপারে যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

ছাত্রবৃত্তি

- তপশীলি জাতি/উপজাতি গোষ্ঠী/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারী বৃত্তির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ন্যাশানাল লোন স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ আছে। পাঠে অনীহা, অসদাচরণ/অছাত্রসুলভ আচরণ ও অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে কোন প্রকারের ছাত্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
- ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Student Credit Card Scheme-এ লোনের সুবিধা নিতে পারে।

ছাত্র কাউন্সিল

- মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ছাত্র কাউন্সিল-এর সাধারণ সদস্য। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐক্যবদ্ধ সামাজিক চেতনা উন্নত করার সঙ্গে শৃঙ্খলা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, গণতান্ত্রিক চিন্তাশক্তি ও সর্বোপরি দেশাত্মবোধ জাগরণে ছাত্র কাউন্সিল বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় সমাজ সেবা প্রকল্প (NSS)

❖ এই মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ‘জাতীয় সমাজ সেবা প্রকল্প’ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই প্রকল্পে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীরা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা তথা জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ যেমন – বনসৃজন, রক্তদান প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। চরিত্র গঠন ছাড়াও এই প্রকল্পের দেওয়া শংসাপত্র পরবর্তী জীবনে অনেক সাফল্য এনে দিতে পারে।

জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (NCC)

❖ জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর কার্যক্রম এই মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ সম্মান ও সাফল্যের সঙ্গে সক্রিয় আছে। এই প্রকল্পে যোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ এবং দেশ ও দশের সেবায় নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগের বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এই প্রকল্পে যোগদানকারী ছাত্রছাত্রীরা যে শংসাপত্র পাবে তা পরবর্তী জীবনে অনেক সুযোগ সুবিধা এনে দিতে পারে।

ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস

❖ মহাবিদ্যালয়ের তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রদের থাকার জন্য ‘বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস’ আছে। মেধা ও দূরত্বের ভিত্তিতে ছাত্রাবাসে থাকার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতল এই ছাত্রাবাসে মোট ৩০ জন ছাত্র থাকতে পারে।

❖ ছাত্রীদের জন্য ‘নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস’-এ ৬০ জন ছাত্রী থাকতে পারে।

শারীরশিক্ষা

❖ মহাবিদ্যালয়ে ‘শারীরশিক্ষা’ (Physical Education) বিষয়ে পাঠদান করা হয়। শারীরশিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই সকল শিবিরে যোগ দিতে ও শিবির শেষে শংসাপত্র পেতে পারে।

যোগ

❖ ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে যোগ-এর ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে।

মাল্টিজিম

❖ মহাবিদ্যালয়ে একটি সুসংবদ্ধ 'মাল্টিজিম' বা শরীরচর্চা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে ছাত্রদের স্বল্পব্যয়ে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল শরীরচর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

কম্পিউটার শিক্ষা

❖ মহাবিদ্যালয়ে গণিত, কমার্স ও ভূগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার ল্যাবরেটরি আছে। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকা, তথ্যপুস্তকাদি মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

ক্যান্টিন

❖ মহাবিদ্যালয় পরিসরের মধ্যেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিন রয়েছে।

কন্যাশ্রী ক্লাব

❖ ছাত্রীরা যাতে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে এবং বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক ব্যাধি থেকে রক্ষা পায় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশানুক্রমে মহাবিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী ক্লাব নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক কাজ করে চলেছে।

গ্রিভেন্স রিড্রেসাল সেল, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট প্রিভেনশন সেল ও অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল

❖ মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের যদি কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ/সুচিন্তিত অভিমত/প্রস্তাব থাকে, তাহলে তারা নিঃসঙ্কোচে Grievance Redressal Cell -এর নির্ধারিত বাক্সে জমা দিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মহাবিদ্যালয়ে একটি Anti Ragging Cell ও Sexual Harassment Prevention Cell রয়েছে। এক্ষেত্রে অভিযোগী ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে করলে নিজের নাম ও পরিচয় গোপন রাখতে পারে। মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করে, ছাত্রছাত্রীদের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত/প্রস্তাবসমূহ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ণে সাহায্য করবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-এর বি এ/বি এস সি/বি কম কোর্সের সেমিস্টারভিত্তিক রূপরেখা (**CBCS**–এর আয়ত্ত্বাধীন)

CBCS –এর আয়ত্ত্বাধীন প্রধানত দুটি কোর্সের গঠন প্রণালী নিচে বর্ণিত হলঃ

(ক) সাম্মানিক কোর্স।

(খ) সাধারণ কোর্স।

এই কোর্সগুলির গঠন নিম্নরূপঃ

১. **Core Course** (CC) (মূল কোর্স) – এই কোর্সগুলি আবশ্যিকভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে।

২. **Elective Course** (EC) (ঐচ্ছিক কোর্স) – এই কোর্সটি হল এমন একটি কোর্স যেটি শিক্ষার্থীরা কতকগুলি কোর্স থেকে নির্বাচিত করবে। এই কোর্সগুলি উন্নতমানের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করার সুযোগ করে দেবে।

২.১. **Discipline Specific Elective Course** (DSE) – এই কোর্সগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রধান (Discipline/Subject) নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য কোর্সে পড়ার সুযোগ পাবে।

২.২. **Generic Elective** (GE) (জেনেরিক/সাধারণ ঐচ্ছিক কোর্স) – এটি এমন একটি কোর্স যা দ্বারা শিক্ষার্থীরা কোননির্বাচিত বিষয়টি/বিষয়গুলির অসংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে তাদের কোর্স নির্বাচন করতে পারবে যার দ্বারা তাদের পটুতা বা কুশলতা বৃদ্ধি পাবে।

বিঃদ্রঃ যে কোন Discipline-এর মূল কোর্সকে অন্য কোন Discipline-এর ঐচ্ছিক (Elective) কোর্স হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই নির্বাচিত ঐচ্ছিক কোর্সটি Generic Elective হিসাবে গণ্য হবে।

২.৩. **তত্ত্বালোচনা/প্রকল্পঃ** একটি নির্বাচিত কোর্স যেটির দ্বারা শিক্ষার্থী উৎকৃষ্ট জ্ঞানার্জন করতে পারবে। এই কোর্সটির দ্বারা শিক্ষার্থী বাস্তবিক দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত বা গবেষণাধর্মী তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এই তত্ত্বালোচনা বা প্রকল্পে ৬টি Credit থাকবে এবং এটি কোন DSE –এর পরিবর্ত বিষয়রূপে কাজ করবে।

৩. **<u>সামর্থ্য/দক্ষতাবর্ধক কোর্স (AECC/SEC)</u>**– এটি প্রধানত দু রকমের – (১) সামর্থ্য বর্ধক আবশ্যিক কোর্স। (২) পটুত্ব বর্ধক কোর্স।

৩.১. **<u>AECC</u>**– এই কোর্সগুলি মূল বিষয়ের উপর স্থাপিত এবং জ্ঞান বর্ধিতকরণের পথ প্রদর্শক। এই কোর্সের অন্তর্গত বিষয়গুলি হলঃ
পরিবেশবিদ্যা এবং যোগাযোগমূলক ইংরেজি/আধুনিক ভারতীয় ভাষা। এগুলি প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক।

৩.২. **<u>SEC</u>** – SEC হল মূল্যবোধভিত্তিক অথবা দক্ষতা/পটুত্বভিত্তিক শিক্ষা, যার লক্ষ্য হল হাতেকলমে শিক্ষাদান, দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদি। সাম্মানিক কোর্সের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২টি কোর্স পড়তে হবে এবং সাধারণ কোর্সের ক্ষেত্রে ৪টি কোর্স পড়তে হবে। এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাতে সেটি তারা তাদের জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যবহার করতে পারে।
Practical/Tutorial – প্রতিটি Core, Discipline Specific এবং Generic Elective বিষয়ের সাথে একটি করে Practical/Tutorial থাকবে।

Course –এর গঠনরূপ (সাম্মানিক ও সাধারণ)

Course-এর উপাদান	বি এস সি		বি এ		বি কম	
	সাম্মানিক	সাধারণ	সাম্মানিক	সাধারণ	সাম্মানিক	সাধারণ
Core Course (CC) মূল কোর্স	14	12*	14	12*	14	12*
Discipline Specific Elective (DSE) Course বিষয়ভিত্তিক ঐচ্ছিক কোর্স	4	6	4	4	4	4
Generic Elective (GE) Course জেনেরিক/সাধারণ ঐচ্ছিক কোর্স	4	-	4	2	4	2
Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) দক্ষতা বর্ধক কোর্স	2	2	2	2	2	2
Skill Enhancement Course (SEC) পটুত্ব বর্ধক কোর্স	2	4	2	4	2	4

* including Language course

- ❖ সাম্মানিক কোর্সের একটি ছাত্র তখনই স্নাতক হিসাবে গণ্য হবে যখন সে তার নির্বাচিত বিষয়ের ১৪টি মূল কোর্স, ৪টি করে বিষয়ভিত্তিক ঐচ্ছিক কোর্স এবং জেনেরিক ঐচ্ছিক কোর্স ও দুটি সামর্থ্য বর্ধক আবশ্যিক কোর্স ও দুটি দক্ষতা বর্ধক কোর্সগুলি থেকে উত্তীর্ণ হবে।
- ❖ বি এস সি সাধারণ কোর্সের একটি ছাত্র তখনই স্নাতক হিসাবে গণ্য হবে যখন সে তার নির্বাচিত তিনটি Discipline-এর চারটি করে মূল কোর্স, দুটি করে বিষয়ভিত্তিক ঐচ্ছিক কোর্স এবং দুটি দক্ষতা বর্ধক আবশ্যিক কোর্স ও চারটি পটুত্ব বর্ধক কোর্সগুলি থেকে উত্তীর্ণ হবে।
- ❖ বি এ এবং বি কম সাধারণ কোর্সের একটি ছাত্র তখনই স্নাতক হিসাবে গণ্য হবে যখন সে তার নির্বাচিত দুটি Discipline-এর চারটি করে মূল কোর্স, দুটি বিষয়ভিত্তিক ঐচ্ছিক কোর্স, বাংলা বা হিন্দী থেকে নির্বাচিত যে কোনো দুটি ভাষার দুটি মূল কোর্স, দুটি ঐচ্ছিক কোর্স, দুটি দক্ষতা বর্ধক আবশ্যিক কোর্স ও চারটি পটুত্ব বর্ধক কোর্সগুলি থেকে উত্তীর্ণ হবে।যে ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল বিষয় আছে বিপরীতক্রমে সেখানে টিউটোরিয়াল ক্লাস নেই।
- ❖ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সেমিস্টারের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি চারটি পৃথক ভাগে বিভক্ত –C1, C2, C3 & C4. ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের পূর্বেই জ্ঞাত করা হবে।

৩.৩ বি.এ. এবং বি. কম. (সাম্মানিক ও সাধারণ) কোর্সের যে সব বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল নেই তাদের ৭৫ নম্বরের বিভাজন নিচে দেওয়া হল।

I. শ্রেণীতে উপস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নঃ

৭৫ নম্বরের ২০ শতাংশ = ১৫ নম্বর যার ৫ নম্বর থাকবে শ্রেণীতে উপস্থিতির জন্য এইরকমভাবে

উপস্থিতি ৫০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৬০ শতাংশের কম = ২ নম্বর।

উপস্থিতি ৬০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৭৫ শতাংশের কম = ৩ নম্বর।

উপস্থিতি ৭৫ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৯০ শতাংশের কম = ৪ নম্বর।

উপস্থিতি ৯০ শতাংশ এবং তার উপরে - = ৫ নম্বর।

এবং বাকী ১০ নম্বর থাকবে ক্লাস টেস্ট/সেমিনার/Assignment এর উপর।

II. সেমিস্টার আন্ত: পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্ন তৈরী হবে ৬০ নম্বরের, যার মধ্যে থাকবে –

- ১৫টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ১০টি, যার প্রতিটির মান ২ = ১০x২=২০
- ৬টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ৪টি, যার প্রতিটির মান ৫ = ৪ x ৫=২০

- ৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ১০ = ২ x ১০=২০

  ১০ বা ৫ নম্বরের প্রশ্ন কয়েকটি অংশে বিভক্ত হতে পারে।

৪. বি. এস. সি. (সাম্মানিক ও সাধারণ) কোর্সের যে সব বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল আছে তাদের নম্বরের বিভাজন নিম্নরূপঃ

I. শ্রেণীতে উপস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নঃ

৭৫ নম্বরের ২০ শতাংশ = ১৫ নম্বর যার ৫ নম্বর থাকবে শ্রেণীতে উপস্থিতির জন্য এইরকমভাবে –

উপস্থিতি ৫০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৬০ শতাংশের কম = ২ নম্বর।

উপস্থিতি ৬০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৭৫ শতাংশের কম = ৩ নম্বর।

উপস্থিতি ৭৫ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৯০ শতাংশের কম = ৪ নম্বর।

উপস্থিতি ৯০ শতাংশ এবং তার উপরে - = ৫ নম্বর।

এবং বাকী ১০ নম্বর থাকবে ক্লাস টেস্ট/সেমিনার/Assignment এর উপর (তত্ত্ববিষয়ক ৫ নম্বর, প্র্যাকটিক্যাল ৫ নম্বর)।

II. সেমিস্টার ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে ২০ নম্বর থাকবে, যার মধ্যে –

- প্র্যাকটিক্যাল খাতা – ৫ নম্বর
- মৌখিক – ৫ নম্বর
- পরীক্ষা – ১০ নম্বর। অথবা বোর্ড অফ স্টাডিজ-এর নির্দেশসাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য।

III. সেমিস্টার ও তত্ত্ববিষয়ক প্রতিটি বিষয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্নপত্র তৈরী হবে এইভাবে –

৮টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ৫টি, যার প্রতিটির মান ২ = ৫ x ২=১০

৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ৫ = ২ x ৫=১০

৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ১০= ২ x ১০=২০

৫. (ক) বি.এ. এবং বি.কম. (সাম্মানিক ও সাধারণ) কোর্সে যে সব বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল আছে তাদের ৭৫ নম্বর বিভাজন নিম্নরূপঃ

i. সম্পূর্ণরূপে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে, ক্লাসে উপস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ৭৫ নম্বরের ২০ শতাংশ = ১৫ নম্বর। এই ১৫ নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর থাকবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে উপস্থিতির উপর এইভাবে –

উপস্থিতি ৫০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৬০ শতাংশের কম = ২ নম্বর।

উপস্থিতি ৬০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৭৫ শতাংশের কম = ৩ নম্বর।

উপস্থিতি ৭৫ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৯০ শতাংশের কম = ৪ নম্বর।

উপস্থিতি ৯০ শতাংশ এবং তার উপরে - = ৫ নম্বর।

এবং বাকী ১০ নম্বর থাকবে ক্লাস টেস্ট/সেমিনার/Assignment এর উপর (তত্ত্ববিষয়ক ৫ নম্বর, প্র্যাকটিক্যাল ৫ নম্বর)।

ii. সেমিস্টার আন্ত:প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে ৬০ নম্বর থাকবে, যার মধ্যে

- মৌখিক – ১০ নম্বর
- পরীক্ষা – ৫০ নম্বর।

৫. (খ) (i) তত্ত্ব বিষয়ক ব্যবহারিক বিষয়ে, ক্লাসে উপস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ৭৫ নম্বরের ২০ শতাংশ = ১৫ নম্বর। এই ১৫ নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর থাকবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে উপস্থিতির উপর এইভাবে –

উপস্থিতি ৫০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৬০ শতাংশের কম = ২ নম্বর।
উপস্থিতি ৬০ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৭৫ শতাংশের কম = ৩ নম্বর।
উপস্থিতি ৭৫ শতাংশ এবং তার উপরে কিন্তু ৯০ শতাংশের কম = ৪ নম্বর।
উপস্থিতি ৯০ শতাংশ এবং তার উপরে - = ৫ নম্বর।

এবং বাকী ১০ নম্বর থাকবে ক্লাস টেস্ট/সেমিনার/Assignment এর উপর (তত্ত্ববিষয়ক ৫ নম্বর, প্র্যাকটিক্যাল ৫ নম্বর)।

(ii) সেমিস্টার আন্ত:প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে ২০ নম্বর থাকবে, যার মধ্যে

- মৌখিক – ৫ নম্বর
- পরীক্ষা – ১৫ নম্বর।

(iii) সেমিস্টারআন্ত:তত্ত্ববিষয়ক প্রতিটি বিষয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্নপত্র তৈরী হবে এইভাবে -

৮টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ৫টি, যার প্রতিটির মান ২ = ৫ x ২=১০
৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ৫ = ২ x ৫=১০
৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ১০= ২ x ১০=২০

৬. বি. এস. সি. এবং বি. কম. (সাম্মানিক ও সাধারণ) কোর্সে যে সব বিষয়ে প্র্যাক্টিক্যাল নেই তাদের ৭৫ নম্বর বিভাজন হবে ৩.৩ –এর অনুযায়ী।

৭. বি. এ./বি. এস. সি./বি. কম.AECC সেমিস্টার আন্ত: পরীক্ষায় MCQ (মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন) হবে ও OMR sheet ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ২ এবং মোট নম্বর থাকবে ৫০।

প্রথম সেমিস্টারে ENVS পড়ানো হবে। দ্বিতীয় সেমিস্টারে Communicative English/Modern Indian Language (MIL)পড়ানো হবে।

৮. বি. এ., বি. এস. সি এবং বি.কম. পটুত্ব বর্ধক সেমিস্টার আন্ত: পরীক্ষায় (সাম্মানিক ও সাধারণ) ৫০ নম্বর বিভাজন হবে এইভাবে -

I. আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নঃ ৫০ নম্বরের ২০ শতাংশ = ১০ নম্বর থাকবে class test/ assignment/seminar.

II. সেমিস্টার আন্ত: তাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ৪০ নম্বর বিভাজন হবে নিম্নরূপঃ

৮টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ৫টি, যার প্রতিটির মান ২ = ৫x২=১০

৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ৫ = ২x৫=১০

৪টি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে ২টি, যার প্রতিটির মান ১০= ২x১০=২০

* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বি কম অনার্স ও জেনারেল-এর SEC বিষয়গুলির (প্র্যাকটিক্যাল সহ) নম্বর বিভাজন বিবেচিত হবে।

* উপস্থিতি ও তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রদত্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশাবলী চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মহাবিদ্যালয় পরিচালন সমিতি

সভাপতি -	অধ্যাপক শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক -	ড. স্বপন কুমার পান, অধ্যক্ষ
সরকারী প্রতিনিধি -	অধ্যাপক রবীন গুপ্ত ও
	শ্রী জীবন চৌধুরী
স্টেট কাউন্সিল অব্ হায়ার এডুকেশন প্রতিনিধি -	শ্রী কুশল মুখার্জী
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি -	অধ্যাপক সুশান্ত কুমার বারিক ও
	ড. রূপশ্রী চ্যাটার্জী
শিক্ষক প্রতিনিধি -	ড. ভোলানাথ সরকার
	শ্রী সুমন্ত্র চন্দ
শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি -	শ্রী উদয় চৌধুরী।

ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রয়োজনে নিম্নলিখিত অধ্যাপক/অধ্যাপিকা/আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

দিবা বিভাগ

- পরীক্ষা সংক্রান্ত - অধ্যাপিকা মণিমালা মন্ডল, ড. পপিতা দত্ত, শ্রী কৌশিক সরকার, শ্রী উদয় চৌধুরী।
- আইডেনটিটি কার্ড - শ্রী শরৎ কুমার সিং ও শ্রী কনক চোংদার।
- বেতন সংক্রান্ত - শ্রী কৌশিক সরকার, শ্রী দীপঙ্কর মণ্ডল।
- ভর্তি সংক্রান্ত - ড. কণিকা সাহা, অঙ্কিত কুমার ভগত, ড. ভোলানাথ সরকার, ড. মিতা রায়, অধ্যাপক রঞ্জন পাল, ড. সিদ্ধার্থ সাধু, অধ্যাপক সমীরণ রায়, অধ্যাপক মহঃ হাসানুজ্জামান, ড. মনোজ দাস, ব্রজেন্দ্র নাথ অধিকারী, বাসুদেব মুখার্জী, কৌশিক সরকার।
- স্টাইপেন্ড সংক্রান্ত - ড. ভোলানাথ সরকার, অধ্যাপক রঞ্জন পাল, অধ্যাপক সরোজ কুমার সরকার, প্রতাপ কুমার দত্ত ও কনক চোংদার।
- গ্রন্থাগার সংক্রান্ত - শ্রীমতী দীপান্বিতা রায় (গ্রন্থাগারিক) ও শ্রী কৃষ্ণপদ রায় (গ্রন্থাগারিক)।
- খেলাধূলা সংক্রান্ত - ড. মনীষা মন্ডল (শারীরশিক্ষা বিভাগ)।
- NSS অধ্যাপক মনেশ্বর সরকার ও অধ্যাপক সমীরণ রায়।
- NCC শ্রী সঞ্জয় জ্যোতি।
- মাল্টিজিম - ড. মনীষা মন্ডল ও শ্রী পার্থসারথী ঘোষ।
- কন্যাশ্রী ক্লাব - ড. পপিতা দত্ত।
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড - অধ্যাপক আইনুল হক ও ড. সাবিনা বেগম।
- হোস্টেল - ছাত্রাবাস – অধ্যাপক সমীরণ রায়।
  ছাত্রীনিবাস – ড. মৈত্রেয়ী রায় সর।

প্রাতঃবিভাগ

- ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ - অধ্যাপক রঞ্জন পাল।
- বেতন সংক্রান্ত - শ্রী সুব্রত মাঝি।
- পরীক্ষা, আইডেনটিটি কার্ড ও ভর্তি সংক্রান্ত - শ্রী বাসুদেব মুখার্জী, শ্রী প্রতাপ কুমার দত্ত ও শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।
- গ্রন্থাগার সংক্রান্ত - শ্রী অমিতাভ মালিক ও শ্রীমতী সুতপা মন্ডল।

INTAKE CAPACITY
(2021)

Accountancy Hons.	81		Mathematics Hons.	40
Bengali Hons.	81		Nutrition Hons.	25
Botany Hons.	29		Philosophy Hons.	81
Chemistry Hons.	32		Physics Hons.	37
Economics Hons.	25		Political Science Hons.	63
English Hons.	81		Sanskrit Hons.	81
Geography Hons.	32		Zoology Hons.	29
History Hons.	81		B.Sc. General (Day)	200
B.A. General (Day) with Physical Education-119, with Geography-52, with Music-50	727		B.A. General (Morning)	910
B.Com. General (Day)	200		Certificate Course in Yoga	30

পরিশিষ্ট-ক

স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী–২০২১

[Choice Based Credit System (C.B.C.S.) with Six Semesters]

আবেদনকারীদের অবশ্য করণীয় কাজ -

- এককপি রঙিন ছবি (১০০ কেবি) ও সই (৩০ কেবি) স্ক্যান করতে হবে।
- নথি/শংসাপত্র স্ক্যান করতে হবে (প্রতিটি ১০০ কেবি করে) – (১) জন্মতারিখের প্রমাণ-রূপে মাধ্যমিক/সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, (২) মাধ্যমিক/সমতুল পরীক্ষার মার্কশীট, (৩) উচ্চমাধ্যমিক/সমতুল পরীক্ষার মার্কশীট, (৪) স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, (৫) SC/ST/OBC-A/OBC-B শংসাপত্র (যদি থাকে), (৬) PwD শংসাপত্র (যদি থাকে)।
- ই-মেল আই ডি - যাদের ই-মেল আই ডি নেই তাদের ই-মেল আই ডি তৈরী করতে হবে এবং তা চালু রাখতে হবে।
- চালু মোবাইল নম্বর থাকতে হবে, যে মোবাইল নম্বরটি পরবর্তী সময়েও চালু রাখতে হবে, কারণ বিভিন্ন সময়ে SMS ও অন্যান্য নির্দেশিকা ঐ মোবাইল নম্বরে যাবে।

১) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখিত যে কোন স্বীকৃত বোর্ড/কাউন্সিল থেকে ২০২১, ২০২০, ২০১৯ ও ২০১৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রী আবেদন করতে পারবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির নিয়মানুযায়ী গুসকরা মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী মোট দু'বারের বেশী এই কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

২) আবেদনকারীরা কেবলমাত্র অনলাইন (Vide G.O. No. RC/UG-Perm/Adm/2 dt. 23.07.2021)–এ গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (**www.guskaramahavidyalaya.org** **www.gushkaramahavidyalaya.ac.in** & **www.gushkaramahavidyalaya.in**)–এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

৩) অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না।

৪) দিবা ও প্রাতঃবিভাগে আবেদন করতে হলে **পৃথকভাবে** করতে হবে।

৫) অ্যাডমিশন ফি কেবলমাত্র অনলাইন (Debit/Credit Card/Net Banking)-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৬) ফর্ম পূরণ করার আগে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে অনলাইন সাইটে প্রদত্ত সাধারণ তথ্য ও নিয়মাবলী সমন্বিত **College Prospectus – 2021** ভালভাবে দেখে নিতে বলা হচ্ছে।

৭) অনার্স কোর্সে (শুধুমাত্র দিবাবিভাগে) একজন ছাত্র/ছাত্রী সর্বাধিক তিনটি অনার্স বিষয়ে আবেদন করতে পারবে এবং এর সাথে দিবাবিভাগে জেনারেল কোর্সেও আবেদন করতে পারবে।

৮) (ক) জেনারেল কোর্সের মেধাতালিকা তৈরীতে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের মোট শতাংশের ৪০ শতাংশ ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত মোট শতাংশের ৬০ শতাংশ নম্বর বিবেচিত হবে।

(খ) অনার্স কোর্সের মেধাতালিকা তৈরীতে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের মোট শতাংশের ৪০ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের মোট শতাংশের ৬০ শতাংশ নম্বর ও অনার্সে আবেদনকৃত বিষয়ের মোট প্রাপ্ত নম্বর বিবেচিত হবে।

৯) ক) দিবাবিভাগ - উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গড়ে ৪৫ শতাংশ বা তার অধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা সহ) ছাত্রছাত্রীরাই কলাবিভাগে জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

খ) প্রাত:বিভাগ –উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (অন্তত: ১টি ভাষা সহ) ছাত্রছাত্রীরা কলাবিভাগে জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

১০) ক) দিবা বিভাগে জেনারেল কোর কোর্স হিসাবে ভূগোল বিষয় নিতে হলে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ে উত্তীর্ণ (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে) হতে হবে।

খ) দিবা বিভাগে জেনারেল কোর কোর্স হিসাবে শারীরশিক্ষা বিষয় নিতে হলে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় শারীরশিক্ষা বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে বা মহকুমা/জেলা/রাজ্য/জাতীয় স্তরে অংশগ্রহনের যে কোন একটি গ্রহনযোগ্য শংসাপত্র থাকতে হবে।

১১) ক) দিবা বিভাগে বিজ্ঞান শাখায় জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে) উত্তীর্ণ হতে হবে এবং রসায়ন বিষয়ে আবশ্যিকভাবে (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে) উত্তীর্ণ হতে হবে।

খ) বাণিজ্য শাখায় জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

১২) মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। আবেদন করা মানেই ভর্তি নয়।

১৩) কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে অনার্স পাওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নিম্নরূপঃ

ক) **কলা বিভাগে অনার্সঃ**

(i) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা সহ) ৫টি বিষয়ের গড় ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ হতে হবে।

(ii) যে বিষয়ে অনার্সের জন্য আবেদন করা হবে সেই বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

(iii) যদি উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস না থাকে তাহলেও আবেদনকারী এই তিনটি বিষয়ে আবেদন করতে পারবে, সেক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ের দুটির মধ্যে যেটিতে বেশী নম্বর আছে সেই বিষয়ের নম্বর গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

(iv) ভূগোলে অনার্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে এবং ভূগোল বিষয়ে থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(v) অর্থনীতি বিষয়ে অনার্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অর্থনীতি বিষয়ে ৪৫ শতাংশ এবং গণিত বিষয়ে উত্তীর্ণ হতেই হবে। অর্থনীতি না থাকলে গণিতে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকলেও অনার্সে আবেদন করা যাবে।

খ) **বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সঃ**

(i) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা বিষয় সহ) ৫টি বিষয়ের গড় ৪৫ শতাংশ হতে হবে।

(ii) যে বিষয়ে অনার্সের জন্য আবেদন করা হবে সেই বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে এবং থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(iii) বিজ্ঞান বিভাগের সকল বিষয়ের আবেদনকারীদের রসায়ন বিষয়ে (থিওরি ও প্রাক্টিক্যাল আলাদা আলাদাভাবে) উত্তীর্ণ হতেই হবে।

(iv) পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা অনার্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় গণিতে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

(v) রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আবেদনকারীদের উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় উত্তীর্ণ (থিওরি ও প্রাক্টিক্যাল আলাদা আলাদাভাবে) হতে হবে।

(vi) পুষ্টিবিদ্যা অনার্সের ক্ষেত্রে যাদের উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পুষ্টিবিদ্যায় অন্তত: ৪৫ শতাংশ নম্বর আছে তাদের রসায়ন ও বায়োলজিক্যাল সায়েন্স/বটানি/জুওলজি বিষয়ে থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(vii) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পুষ্টিবিদ্যা না থাকলে সেক্ষেত্রে রসায়ন, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স/বটানি/জুওলজি বিষয়ে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকলেও (থিওরি ও

প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে) পুষ্টিবিদ্যা অনার্সে আবেদন করতে পারবে।

গ) **বাণিজ্য বিভাগে অনার্সঃ**

(i) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা বিষয় সহ) ৫ টি বিষয়ের গড় ৪৫ শতাংশ হতে হবে।

(ii) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় একাউন্টেন্সি বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

ঘ) স্বীকৃত বোর্ড / কাউন্সিল থেকে একটি ভাষা সহ পাঁচটি বিষয় নিয়ে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ উত্তীর্ণরা অনার্সে ও ৪৫ শতাংশের কম নম্বর প্রাপ্তরা জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

ঙ) **ভোকেশনাল কোর্সের আবেদনকারীদের জন্য–**

(i) আবেদনকারীরা শুধুমাত্র জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

(ii) দিবাবিভাগ –(a) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ন্যূনতম গড় ৬৫ শতাংশ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। (b) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (c) যে বিষয়গুলিতে প্র্যাক্টিক্যাল আছে সেই বিষয়গুলিতে থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। (d) বাণিজ্য শাখায় আবেদনকারীদের গণিতেও উত্তীর্ণ হতে হবে।

(iii) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা প্রাতঃবিভাগে আবেদন করতে পারবে।

১৩) **ক্লাস শুরুর দিন ভেরিফিকেশনের সময় অনলাইন আবেদনপত্রের কপি ও নিম্নলিখিত নথি/শংসাপত্রগুলির অরিজিনাল দেখাতে হবে এবং ঐ সমস্ত নথি/শংসাপত্রগুলির স্বপ্রত্যয়িত ফোটোকপিও আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।**

ক) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশীট।

খ) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীট, স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট।

গ) SC/ST/OBC-A/OBC-B/PwD হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত শংসাপত্র কেবলমাত্র গ্রাহ্য হবে।

ঘ) শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে মহকুমা/জেলা/রাজ্য/জাতীয় স্তরে অংশগ্রহনের যে কোন একটি গ্রহণযোগ্য শংসাপত্র আনতে হবে।

১৪) আবেদনকারীদের খুব সতর্কতার সাথে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। ফাইন্যাল সাবমিশনের আগে ফর্মে দেওয়া তথ্যগুলি ভাল করে দেখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক ফি জমা না দিলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

১৫) আবেদনকারীদের প্রদত্ত তথ্যে কোন ভুল থাকলে যে কোন সময় তাদের আবেদনপত্র অথবা ভর্তি বাতিল করা হবে।

১৬) অনলাইনে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভর্তি অনলাইনে বাতিল করতে পারে। সেক্ষেত্রে ৩১শে অক্টোবর (২০২১)-এর মধ্যেই অনলাইনেই বাতিল করতে হবে এবং ভর্তি বাতিল করলে UGC ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। ১লা নভেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের (২০২১)-এর মধ্যে ভর্তি বাতিল করলে UGC ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ১০০০ টাকা প্রসেসিং ফি বাবদ কাটা হবে।

Photo Gallery

Main Building of the College

Dr. Swapan Kumar Pan, Principal, Gushkara Mahavidyalaya

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Gushkara Mahavidyalaya
Gushkara, Dist. Burdwan, affiliated to University of Burdwan,
West Bengal as
Accredited
with CGPA of 3.04 on seven point scale
at A grade
valid up to November 04, 2021

Date : November 05, 2016

Director

NAAC Certificate of the College

Bi-Centennial celebration of Pandit Iswar Chandra

Observance of Sampriti Saptaha

International Mother Language Day

Teachers' Day Celebration